একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158
Web-link :http://ekusherdheu.in

একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Salil Sen's 'Darpan' (Mirror): Reflections on the Before and After of Partition

সলিল সেনের 'দর্পণ': দেশভাগের পূর্বাপর প্রতিফলন

Name of the Author: **Anindyu Pramanik**

Affiliation: **Researcher, Essayist**

Abstract: Salil Sen was a distinguished and powerful playwright, screenwriter, and film director of the 20th century in the world of Bengali Literature. Although primarily a director, he has also contributed in films as a lyricist and music director. One of his most famous plays—on the theme of the Partition of India—is Darpan (1960). The play chronicles events occurring both before and after the country gained independence. The narrative revolves around a village in the Murshidabad district named 'Ganda Gram'. The play's backdrop serves to illustrate the profound impact that the Partition—and the subsequent post-independence era—had on the lives of ordinary people in India.

The play vividly portrays a multitude of events and scenarios, including the arrival of refugees, epidemics,black marketing, the Second World War, flood, the reign of profit, the dire plight of the peasantry, and the protests of farmers and working people, acts of vengeance, from village to town-from political leader to farmer—anguish and communal riots of Hindu and Muslim.

The central focus of the play lies in a grocery shop located in the Ganda Gram area of Murshidabad district, and specifically on Madhu—the son of the shopkeeper, Bishnu.

Following the attainment of independence,Shuvankar Babu of the esteemed party returned to Kolkata after winning the election, never got back to Murshidabad. Madhu and his family had sacrificed their peace for this party. Madhu lost his life in Kolkata riots while attempting to share his life problems. This is the story of the plays.

Keywords: Darpan, Unknown Martyr, Vishnu, Madhu, Nuru, World War II, Famine, Murshidabad Gandagram (Remote Village), Partition, Independence

সলিল সেনের 'দর্পণ': দেশভাগের পূর্বাপর প্রতিফলন

অনিন্দ্য প্রামাণিক

১৯৪০-এর কালপর্ব ছিল বাংলা থিয়েটারের জগতে এক পালা বদলের যুগ। প্রোসেনিয়াম থিয়েটারের বিষয় ভাবনা ও উপস্থাপ ন ভঙ্গি থেকে সরে এসে একদল নাট্য গোষ্ঠী উদ্দেশ্যমূলক নাটক রচনা ও প্রদর্শনের প থ গ্রহণ করেছিলেন। সেই পথ ও পটভূমি যে নাট্য আন্দোলনের নাম গ্রহণ করল তাকে গণনাট্য আন্দোলন ও নবনাট্য আন্দোলন নামেই সবাই চেনে। এই নাট্য আন্দোলনের নির্দিষ্ট কিছু চিন্তা ভাবনা ছিল যার প্রতিফলন এই ধারার নাট্য শিল্পীদের নাটকে লক্ষ্য করা যায়। সলিল সেন (১৯২৪-১৯৯৯) ছিলেন এমনই এক শিল্পী যার নাটকে বার বার ফিরে এসেছে গণনাট্য , নব নাট্যের আদর্শ। শোষিত শ্রেনি বা সর্বহারা মানুষের কথা বার বার তাঁর নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। 'দর্পণ' তাঁর ব্যতিক্রম নয়।

সলিল সেনের দর্পনে যে কাল পর্ব প্রতিফলিত হয়েছে তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বি ক্ষুব্ধ সময়। সেই কাল পর্বের কথায় নাট্যকার দর্পণের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

"দর্পণ (১৯৫১) সালের ১৫ই নভেম্বর প্রথম অভিনীত হয়। নাটকের ব্যাপ্তিকাল ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত"।[১]

এই নাটকে ধরা পড়েছে স্বাধীনতা পূর্ব ও পরের প্রায় এক বছরের ঘটনা। ঘটনার পটভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার একটি গন্ড গ্রাম। নাটকে নাট্যকার সচেতনভাবে দেশ ভাগের কথা বলতে চাননি। মূলতঃ এই নাটকের অনুপ্রেরণা ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী কালের একটি ঘটনা। মিছিল নগরীর গণ বিক্ষোভের ইতিহাস নাট্যকারকে অনুপ্রানিত করেছিল এই নাটক রচনায়। এই নাটকের ভূমিকায় সেই স্মৃতিচার ণ করেছেন – "আজ যা 'স্মৃতিসে দিনের সেই প্রত্যক্ষ ঘটনা দিন রাত্রি মনের মধ্যে দাগ কেটে বসেছিল , কিছুতেই মন থেকে বিদূরিত হচ্ছিল না শহীদ শিশির মন্ডল আর নাম না জানা স্বাস্থোজ্জ্বল গ্রাম্য তরুনটি , যে অজ্ঞাত শহীদের সনাক্তিকরণ তখনো হয়নি"।[২] বলা বাহুল্য দর্পণ নাটকে বিষ্ণুর ছেলে মধু চরিত্রটি সেই শহীদেরই আদলে নাট্যকার গড়ে তুলেছেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে। কিন্তু কেকের মত তিন টি টুকরো সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-ভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একদিকে পূর্ব-পাকিস্থান (বর্তমান বাংলা দেশ) ও পশ্চিম পাকিস্থান মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা হয়। আর একদিকে বর্তমান ভারতবর্ষের জন্ম হয়। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা পাকিস্তান এবং ভারতীয় নাগরিকদের জীবনে যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তা সাধারণ মানুষেরকাঙ্খিত ছিল না। সাধারন মানুষ দেশ মাতৃকার চুক্তির জন্য যে আশা আকাঙ্খায় বুক বেঁধে ছিল স্বাধীনতার পরেই সেই মোহ ভঙ্গ হয়। 'নতুন ইহুদী' নাটকে দেখানো হয়েছে পূর্ব

পাকিস্তানের সেই উদ্বাস্তু সমস্যা প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে , আর 'দর্পণ'-এ দেখানো হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বেও পরে এ দেশের সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা ক্লিষ্ট জীবনযাত্রা।

মুর্শিদাবাদের একটি গন্ড গ্রাম মুদি দোকানের পটভূমিতে নাটকের সূচনা হয়েছে। নাটকের সূচনা তে দেখানো হচ্ছে প্রাক -স্বাধীনতা পর্বের পটভূমিতে। নাট্যকার প্রথম দৃশ্যেই দৃশ্যপটভূমির বর্ননা করেছেন বিস্তারিতভাবে সেই স্বাধীনতা পূর্ব গ্রাম-বাংলার অবস্থাকে সুচিহ্নিত করতে। বিষ্ণুর মুদির দোকানের বর্ননা নাট্যকার দুবার করেছেন। নাটকের একেবারে সূচনায় প্রথম দৃশ্যে আর নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের সূচনায় নাটকটি দুটি দৃশ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম দৃশ্যটি প্রাক -স্বাধীনতা পর্ব গ্রাম বাংলার পটভূমি আর দ্বিতীয় দৃশ্যটি স্বাধীনতাত্তোর পটভূমিকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। নাট্যকারের সেই বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায় দেশ ভাগ ও স্বাধীনতা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রথম দৃশ্যের পটভূমি : "একটি গ্রাম্য মুদী দোকানের সম্মুখভাগ। ফুট দেড়েক উঁচু একটি পাটাতনের উপর সমস্ত দোকানটি সাজানরহিয়াছে। একেবারে সম্মুখে বিভিন্ন ডাল , নুন, ছোলা, সোডা, প্রভৃতি চূড়া করিয়া সাজান রহিয়াছে। তাহারই পিছনের সারিতে আছে গুড়ের নাগরী, টিনে তৈল-ঘি ইত্যাদি। তাহার পিছনে দোকানদারের বসিবার ছোট চৌকী। তাহার তাকগুলিতে নানা ধরনের টিনের কৌটা সাজান রহিয়াছে। দোকানের পেছনের দিকে যে সেলফ্‌টি আছে তাহারই একটু উপরের দিকে একটি 'ব্রাকেট সেলফ্‌' এর উপর 'গণেশ' মূর্তিটিকে এমনভাবে বসান হইয়াছে যে দর্শকরা অতি সহজেই তাহা দেখিতে পান। দোকানদারের বসিবার জায়গা র বাঁ-পাশে কতকগুলি চটের বস্তায় বন্দী ডাল, চুনী, ভুষি, খইল প্রভৃতি থাক থাক করিয়া সাজান রহিয়াছে"।[৩]

দ্বিতীয় দৃশ্যের পটভূমি: "দৃশ্যপট প্রথম দৃশ্যের অ ন্যরূপ। সেই বিষ্ণুর দোকান। বছর তিনেক পরের ঘটনা দোকানের মালপত্র প্রায় কিছুই নাই। থাক্ থাক্ করিয়া সাজান বস্তাগুলি অদৃশ্য হইয়াছে। লণ্ঠনের চিমনী , চায়ের প্যাকেটের মালা সাজান নাই। অনেকগুলি বড় ধামা নাই। ডালের ডালাগুলি ঠিকই আছে। মশল্লার ছোট ডালার এক থাক নাই। ময়দা আটার ডালা নাই। কাপড়, ছাতি, গামছা কিছুই নাই। পেছনের সেলফ্ হইতে অনেক কৌটা অন্তর্হিত হইয়াছে। সর্বত্রই একটু চাকচিক্যের অভাব"।[৪]

দেশভাগ ও স্বাধীনতা মহামান্য দলের প্রার্থীদেরও পাল্টে দিয়েছে। গ্রামের জমিদার শুভঙ্কর বাবু একটা সময় বিষ্ণুর দোকানে এসে যে আশা আকঙ্খার কথা শুনিয়ে ছিল তা সাধারন মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়ে ছিল। শুভঙ্কর বাবুর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ যোগ্য।

> "হ্যাঁ, তাই তো, মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দেবো আমরা -মানে-সে দায়িত্ব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের - তাঁরা ত সে দ্বায়িত্ব গ্রহণ করতে অরাজী নয় - কেবল দরকার - আপনাদের সমর্থন। প্রতিনিধিরা হ 'বেন আপনাদের চাকর সেবক/যে কোন দুঃখ-কষ্ট

তাঁদের কাছে অকপটে বলবেন - আপনাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁরা লাঘব করবেন - এই তো সেবকের আদর্শ। তাই নয় কি, বলুন?”[৫]

কিন্তু দেশভাগের পরই মহামান্য পার্টির নেতাদের আর হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় না। বিষ্ণুর ছেলে মধু সেই আশাকে বুক বেঁধে কলকাতায় ছুটেছিল সকলের কথা অমান্য করে এই আশা নিয়ে -

'মধু ।। গিয়ে শুধাব শুভঙ্কর বাবুকে - যে বাবু মশায় , আমাদের সুখ শান্তি কোরলেন সেটা বুলেন? এই লাইসেন্স, কন্ট্রোল, পারমিট, চোর-বাজারী আর দাঙ্গা বাজদের লেইগে আমাদের যে প্রাণ যাবার দাখিল হ'য়েছে..।[৬]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরতে পারেনি মধু সেখানে , দাঙ্গায় মারা গেছে। তার মৃত্যুর খবর শুনেছে রেডিওতে তার বাবা-মা খবরে জানতে পেরেছে - “আমাদের একটি বিশেষ ঘোষনা আছে - কলকাতায় পুলিশের মৃদু যষ্ঠী সঞ্চালনে ও জনতার ইষ্টক নিক্ষেপ প্রভৃতি বিভিন্ন কারনে যে চারজন আহত ব্যাক্তিকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে আনা হয়েছে - তার মধ্যে তিন জনের অবস্থা সম্বন্ধে শঙ্কার কোন কারন নেই - অপর আহত ব্যক্তিটি রাত্রি ৮ ঘটিকায় প্রাণত্যাগ করেছে। তাকে সনাক্তকরণ করা সম্ভব হয় নি। মৃতের পকেটে একটি আবেদনপত্র ছিল - তাতে জনৈক মধুসূদন দাশের স্বাক্ষর আছে এ বিষয়ে সনাক্তীকরনের জন্য ক্যাম্বেল হাসপাতালে অথবা ই ন্‌ফরমেশ'ন ব্যুরোতে আত্মীয় অথবা পরিচিত ব্যক্তি খোঁজ নিতে পারেন। ঘোষনাটি এখানেই সমাপ্ত হ'ল”। [৭]

এই খবর শুনে দুঃখ যন্ত্রনায় ফেটে পড়েছে বিষ্ণু , সেই যন্ত্রনার মধ্য দিয়েও দেশ ভাগের পর স্বাধীনতার ফল নিয়ে স্বোচ্চারিত হয়েছে সে - ওরে না না আমি আর কোন মুখে খাব রে - আমার বুক জ্বলে গেছেরে, দ্যাশ স্বাধীন হ'য়ে আমার একি সর্বনাশ হ'লোরে - রাম রাজত্ব হ'য়ে আমার সোনার ঘর ছাই হ'লরে, সোনার ঘর ছাই হ'ল”।[৮]

দেশ ভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়কে যেমন উদ্বাস্তু হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল স্ব-পরিবারে , যার যন্ত্রনাময় আখ্যান বিবৃত হয়েছে 'নতুন ইহুদী'তে আর দর্পণে দেখানো হয়েছে খন্ড চিত্রের মধ্যেও তার উল্ট প্রতিচ্ছবি। দাঙ্গার ফলে এদেশের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের সংখ্যাল ঘু মুসলমান কৃষকদের অবস্থান সুখকর ছিল না তা নূরু চরিত্রটি পরিকল্পনা থেকে বোঝা যায়। এ নাটকে দাঙ্গার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এভাবে; নূরু, নারাণ ও বিষ্ণুর কথোপকথন এ প্রসঙ্গে স্মরণ যোগ্য –

‘নূরু’।। ও মধু, ও দোকানদার! ও নারা ণ আছো নাকি ভাই একবার এসো , দ্যাখ ক্যানে গুন্ডারা দল পাকালছে বুইলছে, আমাদেরকে মেরে খ্যাদাবে বড় ভয় হ'লছে ভাই ও নারাণ!

নারাণ ।। মেরে খ্যাদাবে! ক্যানে- ইটা কি মগের মুলুক নাকি?

বিষ্ণু ।। ফাঁড়িতে খবর দাও গো নূরু, দাঙ্গার রকম মনে হচ্ছে আমার।

মধু ।। (সরোষে) ফাঁড়িতে খবর দিয়ে কি হ 'বে? আটটা পুলিশ আর দু 'টো বন্দুকে দাঙ্গা ঠেকাতে পারে না কি? দাঙ্গা হ'য়ে গেলে পর রিপোর্ট লিতে আসতে পারে – ও নারাণদা চ'লো।[৯]

এই নাটকের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের একটি গন্ড গ্রাম । গ্রামের এক মুদি দোকানদার বিষ্ণু আর তার ছেলে ও স্ত্রী মধু এবং জগমোহিনী। বিষ্ণুর দোকানে প্রতিদিনের খরিদ্দার ও গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে হরিমাধব যিনি পাটের অফিসের কেরানী , এ ছাড়া গ্রামের ইস্কুলের শিক্ষক ভট্টাচার্য, গ্রামের জমিদার মহামান্য দলের প্রার্থী শুভঙ্কর বাবু , ডাক-হরকারা দীনু, চৌকিদার ও গ্রামের চাষী নারাণ ও নূরুদের নিয়ে এই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হচ্ছে।

নাটকটিতে শ্রেনী চরিত্র হিসাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিষ্ণু , নারাণ, নূরু, দীনু প্রমুখ শোষিত শ্রেনির পাশাপাশি শুভঙ্কর বাবুর ক্ষমতাবান চরিত্রের প্রসঙ্গ। নাট্যকার এই নাটকে শ্রেনীদ্বন্দ্ব তুলে ধরতে চাননি ঠিকই কিন্তু শোষিতদের অবস্থান দেশভাগের আগে ও পরে কি ভাবে বদলে যাচ্ছে তাকে স্পষ্ট করেছে। আপাত চালু মুদির দোকান ক্রমশ পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বে ষিত হয়ে যাচ্ছে কি ভাবে তারই সমান্তরালে রাজনৈতিক পালাবদল , ক্ষমতা হস্তান্তর প্রভৃতি বিষয়গুলি দেখানো হলেও সাধারণ জীবনযাত্রার ওপর স্বাধীনতা দেশ ভাগের ফলশুভকর ছিল না তা নাট্যকার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। বড় করে দেখাতে চেয়েছেন বিষ্ণু ও তার পরিবারের পতনের ঘটনা।

দেশভাগের পর অধিকারের দাবি নিয়ে সাধার ণ মানুষ কলকাতায় সমবেত হলে দা ঙ্গার কবলে পড়ে বিষ্ণুর ছেলে মধু মারা যায়। মধুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকা টানা হয়। দেশভাগ ও স্বাধীনত্তোর পরিস্থিতি বিষ্ণুর, পরিবারকে, তার ব্যবসাকে ধ্বংস করে। বিষ্ণুর একটা উক্তি স্মরণযোগ্য –

> "ওরে নানা আমি আর কোন মুখে খাবরে –
> আমার বুক জ্বলে যেছেরে, দ্যাশ স্বাধীন হ'য়ে আমার একি সর্বনাশ হ'লোরে রামরাজত্ব হ'য়ে আমার সোনার ঘর ছাই হ'লরে, সোনার ঘর ছাইহ'ল"।[১০]

শুধু বিষ্ণু নয় নাটকে দেখা যাচ্ছে ডাক হরকরা দীনুর অবস্থান কি ভাবে পাল্টে গেছে দেশ ভাগ ও স্বাধীনতার পরে, দীনুর কথায় দীনুর অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে এখানে দ্বিতীয় দৃশ্যে –

> "আর মেল! কাজ করতে ঘেন্না ধরে গেলছে ভাই-সরকারী চাকুরী অথচ প্যাটে ভাত নেই। ধর্ম্মঘট হ 'লো তবু উন্নতি কিছু হ 'ল নাকো। হ 'বে হ'বে করেই আজ কেটে এক বছর দাদা হলো , দ্যাশ ভাগ হলো - স্বাধীন নাকিন

হয়েছি। তবুও সেই অন্ন চিন্তা চমৎকার। দাও ভাই , এক ছিলিম তামুক দাও খেয়ে যাই”।[১১]

এইভাবে 'দর্পণ' নাটক হয়ে উঠেছে দেশভাগ ও তার ফল স্বরূপ সাধারণ মানুষের বিপন্নতার দর্পণ। এখানে গ্রাম থেকে শহর, নেতা থেকেকৃষক, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সমস্ত কিছুর ঈঙ্গিতের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা ও দেশভাগের সামগ্রিক চালচিত্রকে কলকাতার দাঙ্গায় মৃত এক যুবকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুলে ধরেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

১) সেন সলিল, অ্যালার্ম, কলকাতা ইন্ডিয়ানা, কলকাতা আশ্বিন ১৩৬৮।
২) সেন সলিল, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, গ্রন্থবিতান, কলকাতা, ঝুলন পূর্ণিমা ১৩৭৭।
৩) সেন সলিল, উৎসর্গ, লিপিকা, কলকাতা, মে ১৯৬৮।
৪) সেন সলিল, কিংবদন্তী, বুক হাউস, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২।
৫) সেন সলিল, ডাউন ট্রেন, ইন্ডিয়ানা, কলকাতা আগষ্ট ১৯৫৯।
৬) সেন সলিল, দর্পণ, ইন্ডিয়ানা, কলকাতা, মে দিবস ১৯৫৩।
৭) সেন সলিল, দিশারী, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা, পৌষ ১৩৬৬।
৮) সেন সলিল, নতুন ইহুদী, ইন্ডিয়ানা, কলকাতা, মে দিবস ১৯৫৩।
৯) সেন সলিল, পথ নির্দেশ, মাস মিডিয়া ডিভিশন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নভেম্বর ১৯৮৬।
১০) সেন সলিল, ফাঁদ, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৫।
১১) সেন সলিল, মৌ-চোর, বুক হাউস, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৫৮।
১২) সেন সলিল, সন্ন্যাসী, ইন্ডিয়ানা, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৫৮।
১৩) সেন সলিল, স্বীকৃতি, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৭১।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) ঘোষ অজিত কুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১০।
২) গোস্বামী অর্জুন, দেশভাগ, দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, গাঙচিল, জানুয়ারি২০১৭।
৩) সিকদার অশ্রুকুমার, ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৫।
৪) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৭।
৫) চৌধুরী দর্শন, গণনাট্য আন্দোলন, অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯।
৬) চৌধুরী দর্শন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৫।
৭) মন্ডল মননকুমার (সম্পাদক), পার্টিশান সাহিত্য দেশ কাল-স্মৃতি, গাঙচিল, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৪।
৮) বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, দেশভাগ দেশত্যাগ, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৬।
৯) সেন সুকুমার, নট-নাট্য নাটক, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯১।
১০) সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, আনন্দ, কলকাতা, ১৪০৩।
১১) বন্দ্যোপাধ্যায় স্নিগ্ধা, নতুন ইহুদী, দে'জ পাবিলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১১।

পত্র-পত্রিকা :

১) ঘোষ চিত্তরঞ্জন (সম্পাদক), বহুরূপী নাট্যপত্র, সংকলন ৫৪, অক্টোবর ১৯৮০।
২) সাহা নৃপেন্দ্র (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা ৮।
৩) মিত্র নিরূপ (সম্পাদক), (নাট্যলিপিকা পত্রিকা), নববর্ষ সংখ্যা ১৪১০, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ২০০৩।
৪) দাস প্রভাত কুমার (সম্পাদক), বহুরূপী, (ক্রোড়পত্র), সংখ্যা-১২৬, অক্টোবর, ২০১৬।